যুগান্তর

তারিখ 02 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীর কোচিং-বাণিজ্য

৫২২ শিক্ষককে বদলির সুপারিশ দুদকের

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর ২৪টি সরকারি বিদ্যালয়ের ৫২২ জন শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বছরের পর বছর একই প্রতিষ্ঠানে থেকে কোচিং বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের অভিযোগে এ সুপারিশ করা হয়।

দুদকের পরিচালক মীর জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের টিম ৯ মাস অনুসন্ধান শেষে বুধবার এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন কমিশনের কাছে দাখিল করে। এতে শিক্ষকদের বদলিসহ পাঁচ দফা সুপারিশ রয়েছে।

অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করা হয়েছে, তারা ১০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর পর্যন্ত এক বিদ্যালয়েই রয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার পাশাপাশি কোচিং-বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে অর্থ উপার্জন করছেন।

প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয়েছে, ১০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে যেসব শিক্ষক একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

৫২২ শিক্ষককে বদলির সুপারিশ দুদকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছেন, তাদের ঢাকা বিভাগের বাইরে বদলি করতে হবে। পাঁচ বছরের বেশি সময় কর্মরত শিক্ষকদের রাজধানীর বাইরে বদলি নিশ্চিত করতে হবে। যেসব শিক্ষক ৩ বছরের বেশি সময় একই বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন ওইসব শিক্ষককে অন্যত্র বদলি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া জেলা শিক্ষা অফিসারদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কোনোভাবেই দায়িত্ব দেয়া যাবে না।

১০ থেকে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর পর্যন্ত একই স্কুলে কর্মরত

জেলা শিক্ষা অফিসারদের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া যাবে না

দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দেশের ৭ জন জেলা শিক্ষা অফিসারকে জেলার দায়িত্ব না দিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের বদলি করে জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে বদলি নিশ্চিত করতে হবে। দুদকের সুপারিশগুলো যদি মন্ত্রণালয় অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়, সেক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আঁকড়ে থাকা শিক্ষকদের কোচিং-বাণিজ্য থেকে কিছুটা হলেও বিরত রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া যেসব শিক্ষক ভর্তি-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের সেই তৎপরতা কিছুটা হলেও বন্ধ হবে।

অনুসন্ধান টিমের প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বুধবার যুগান্তরকে বলেন, প্রতিবেদনটি কমিশনের কর্মকর্তা পর্যায়ে জমা হয়েছে বলে শুনেছি। প্রতিবেদন কমিশনে উপস্থাপন করা হলে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। তিনি বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা নিয়ে কারও ছিনিমিনি করার অধিকার নেই। এক্ষেত্রে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। কেন শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা কোচিং সেন্টারে চলে যাচ্ছে— আমরা এ দিকটা ভালোভাবে খতিয়ে দেখছি। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারকে সুপারিশ করব। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা শ্রেণীকক্ষেই নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রতিবেদনে যেসব শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছেন গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের ৩২ জন, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৬ জন, ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুলের ১৭ জন, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৪ জন, শেরেবাংলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৭ জন, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুলের ২৫ জন, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩১ জন, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২১ জন, গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৪ জন, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯ জন, নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯ জন, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩১ জন, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ২৯ জন, আরমানিটোলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ২১ জন, ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলের ৯ জন, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ জন, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩২ জন, বাংলাবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২২ জন, টিকাটুলী কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩০ জন, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৮ জন, শেরেবাংলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৪ জন, ধানমণ্ডি কামরুন্নেছা সরকারি বিদ্যালয়ের ৭ জন, ধানমণ্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ জন ও নিউ গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলের ৭ জন। এছাড়া প্রতিবেদনে যেসব জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বদলি নিশ্চিতের পাশাপাশি ভবিষ্যতে তাদের শিক্ষক হিসেবে পদায়ন না করতে বলা হয়েছে, তারা হলেন— তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শাহরীন খান রূপা, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মেহেরুন নেছা, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নুরুন নাহার, ধানমণ্ডি কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নাসরিন আক্তার, গাজীপুরের কালীগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের লুবনা আক্তার, চট্টগ্রামের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শাহিদা আক্তার ও বরিশালের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাহবুবা খানম।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দুদকে রাজধানীর নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি ও কোচিং-বাণিজ্য এবং নিয়োগ-বাণিজ্যের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ ও দুর্নীতির একটি অভিযোগ আসে। অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য দুদক পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। এই টিম প্রথম দফায় অনুসন্ধান শেষে ১৬ ফেব্রুয়ারি কমিশনে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। তাতে বলা হয়েছিল, ২০১৬ সালে বিভিন্ন নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ভর্তি-বাণিজ্য হয়নি। ওই প্রতিবেদন দাখিলের পরপরই দুদকে আরও একটি অভিযোগ আসে। যেখানে বলা হয়, সিন্ডিকেট করে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে কিছু শিক্ষক সরকারি নীতিমালা অমান্য করে ২০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত একই বিদ্যালয়ে কর্মরত থেকে কোচিং-বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। দুদক ওই একই টিমকে দায়িত্ব দেয় বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য। অনুসন্ধান শেষে বুধবার প্রতিবেদন দাখিল করে অনুসন্ধান টিম।

প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়, টিমের সদস্যরা বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখতে পান, অনেক শিক্ষক পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে প্রাইভেট পড়ানোর কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। উল্লিখিত স্কুলের ৫২২ জন শিক্ষক রয়েছেন যারা ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর পর্যন্ত একই বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন। এসব শিক্ষককে সরকারি নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসারে বদলি করা হয়নি বা হচ্ছে না।

অনুসন্ধানকালে শিক্ষা প্রশাসন দুদক টিমকে জানিয়েছে, সরকারি নীতিমালা মোতাবেক একই কর্মস্থলে ৩ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেই অন্যত্র বদলি করার নির্দেশনা রয়েছে। এই বদলি না করার মূলে রয়েছে চাপ প্রয়োগ, তদবির ও অনৈতিক আর্থিক লেনদেন। কিছু শিক্ষক কোচিং বা প্রাইভেট বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনৈতিক সুবিধা দিয়ে বছরের পর বছর ঢাকার একই বিদ্যালয়ে অবস্থান করছেন। একই কর্মস্থলে বছরের পর বছর থাকার ফলে এসব শিক্ষক প্রাইভেট পড়ানোর নামে কোচিং-বাণিজ্য গড়ে তুলছেন। তারা এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, কোনো কোনো বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইংরেজি শিক্ষক বা গণিত শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ইংরেজি বা গণিতে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে তা সমন্বয় করা হচ্ছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে সিন্ডিকেট করে কোচিং-বাণিজ্য।